যায়যায়দিন

তারিখ: 09 JUL 2010 পৃষ্ঠা ... কলাম ৬

গুলি সড়ক অবরোধ : অর্ধশত আহত

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দু'গ্রুপের সংঘর্ষকালে চাপাতি হাতে ছাত্রলীগের এক ক্যাডার -যায়যাদি

এবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ

সংঘর্ষ চলাকালে ক্যাম্পাসে পুলিশের সতর্ক অবস্থান -যায়যাদি

আয়াজ আজাদ ইবি

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) ছাত্রলীগের নবগঠিত কমিটিকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগের দুগ্রুপ, এলাকাবাসী ও পুলিশের ত্রিমুখী সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক আহত হয়েছে। হল তল্লাশি চালিয়ে সাতজন ছাত্রসহ মোট ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকাল ১০টায় ছাত্রলীগের বিদ্রোহী গ্রুপ নামে খ্যাত যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেন খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুজার গিফারি গাফফার ও আনিছুজ্জামান লিটনের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ ক্যাম্পাসে অবস্থিত ছাত্রলীগের টেন্টের কাছে গেলে ইবি ছাত্রলীগের বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষের সময় ৫ রাউন্ড গুলি বিনিময়ের শব্দ শোনা যায়। এ সময় বিদ্রোহী গ্রুপের ধাওয়া খেয়ে সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের নেতাকর্মীরা মেইন গেট দিয়ে ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে যায়। এ সময় মাহবুব, গাফফার, মিন্টুসহ প্রায় আটজন আহত হয়। আহতদের ইবি মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসা দেয়া হয়।

পরে বিদ্রোহী গ্রুপের বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা প্রশাসন ভবনে পরিবহন অফিসের ইবি ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদক গ্রুপ সমর্থিত এক কর্মকর্তার অফিস ভাংচুর করে। সেখান থেকে সকাল পৌনে ১১টায় খোকন

সংঘর্ষ : ছাত্রলীগের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রলীগের বিদ্রোহী গ্রুপের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। এ সময় ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হলেও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

দুপুর ১২টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের চারদিক ঘিরে রেখে এএসপি সুভাস চন্দ্র শাহার নেতৃত্বে হলে তল্লাশি চালায় পুলিশ। এ সময় কোনো অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার না হলেও কিছু লাঠি ও ইটের কঙ্কর উদ্ধার করা হয়। হল তল্লাশির সময় ইবি ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেন খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুজার গিফারি গাফফার ও আনিছুজ্জামান লিটন, আন্তর্জাতিক কক্ষের ২১০নং রুম থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র জিল্লুর রহমান এবং মাজহারুল ইসলাম টগর, দেশীয় ব্লকের করিডোর থেকে আইসিই বিভাগের সাধারণ শিক্ষার্থী মিছবাহুল ইসলামসহ মোট ছয়জনকে আটক করে। তবে তাদের কাছ থেকে কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি। পরে দুপুর আড়াইটায় একইভাবে জিয়াউর রহমান হলে তল্লাশি চালিয়ে ছাত্রলীগ নেতা শাহআলমকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে বেলা সোয়া একটায় ইবি ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক গ্রুপ ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলন করে। এ সময় তারা ক্যাম্পাসে যারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান। পরে ইবি ছাত্রলীগের বিদ্রোহী গ্রুপের সংবাদ সম্মেলনে মাহবুব হোসেন বলেন, তারা ক্যাম্পাস থেকে হলে ফিরার পথে জিয়া হল থেকে সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের কর্মীরা তাদের নেতাকর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি করে। এতে মিরাজ ও মুমিন আহত হয়। এ সংঘর্ষের জন্য বর্তমান সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকই দায়ী। এদিকে প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য আহ্বান জানিয়ে ইবি শিক্ষক সমিতি ও ইবি ছাত্রদল বিবৃতি প্রদান করে।

এদিকে বিদ্রোহী গ্রুপের নেতাকর্মীদের আটকের সংবাদ পেয়ে বিকাল সাড়ে ৩টায় ইবির পার্শ্ববর্তী মধুপুরে এলাকাবাসী আটককৃতদের মুক্তি দাবিতে কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরে বিদ্রোহী গ্রুপের কিছু নেতাকর্মী এলাকাবাসীর সঙ্গে যোগ দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইলে এলাকাবাসী ও বিদ্রোহী গ্রুপের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ১২ রাউন্ড রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল গ্যাস নিক্ষেপ করে। এ সময় ছাত্রলীগের মিন্টু, রানা, সাইফুল, গৌতম, হালিম ও ইবি থানার এসআই হাবিবুর রহমানসহ অন্তত ৩০ জন আহত হন। এ সময় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে পুলিশের বাধার মুখে এলাকাবাসী ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা পিছু হটতে বাধ্য হন। একই সময় একই কারণে ক্যাম্পাসে পার্শ্ববর্তী লক্ষ্মীপুরে পুলিশের সঙ্গে এলাকাবাসীর সংঘর্ষ বাধে। এখানেও পুলিশসহ কয়েকজন আহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে। একই কারণে ইবির পার্শ্ববর্তী গাড়াগঞ্জে স্থানীয় লোকজন কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক প্রায় সোয়া ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন।

এ ব্যাপারে ইবি ভিসি প্রফেসর এম আলাউদ্দিন বলেন, তারা ক্যাম্পাসের পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করার ব্যবস্থা করেছেন। কেউ অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাইলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। কুষ্টিয়ার এসপি শাহাবুদ্দিন বলেন, ক্যাম্পাস পরিস্থিতিকে শান্ত রাখার জন্য তারা কাজ করছেন। এ নিয়ে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চলছে। কোনো অপরাধীকে রেহাই দেয়া হবে না।

তবে ক্যাম্পাস ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ক্যাম্পাসসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।